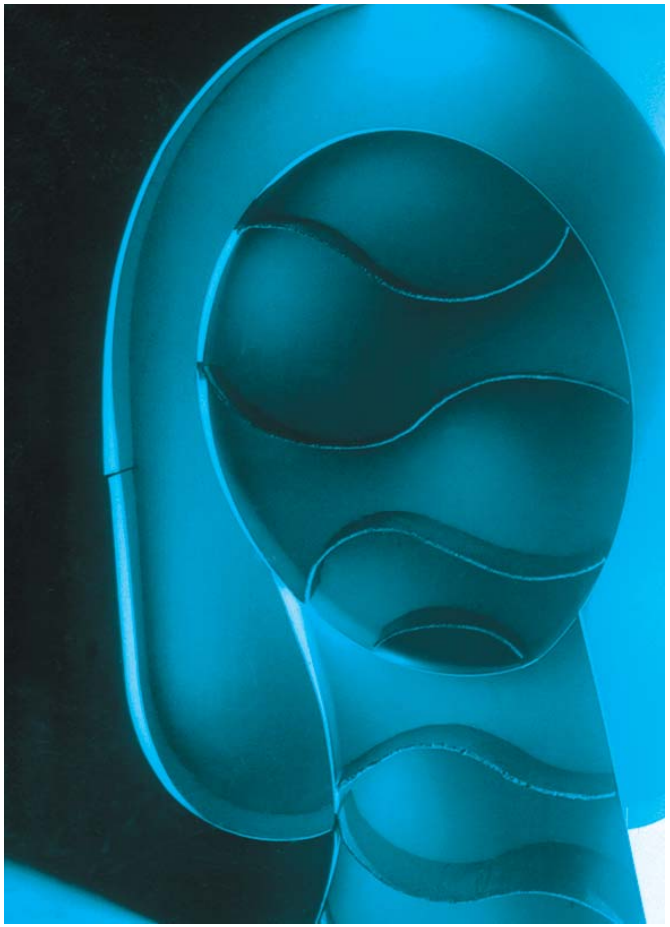

ejej †PŠaix

অপরূপ বিল ঝিল নদী

ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চললে নয়া বাড়ি থেকে পুরান বাড়ি যেতে বড়জোর মিনিট তিনেক সময় দরকার। অথচ দুয়ার আটকে পথে নেমে ইনাই শিকদারের কাছে পাড়িটুকু দীর্ঘ যত না, তারচে বেশি বেশি শ্রান্ত পদক্ষেপই ঠেকে। নারী-পুরুষের মিলনে পরস্পর কিছু ভাব জন্মানো চাই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বিয়ের পর থেকে শুরু করে আজ অবধি কোনো শৃঙ্গারেই স্বামীর প্রতি আঞ্জনি বেগমের মাঝে আসক্তি কিছু জন্মেনি। তা মেনে নিয়েই অন্যান্য রাতের মতো শয্যায় উঠে স্বামী বলেছিল, এট্টু গতর দেও। নাইলে আমার ঘুম ধরে কবে?

চৌদিকে লেপ্টে আছে জাঁক করা অন্ধকার। দিনমান বর্ষণ হয়ে যাওয়ায় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কাদার থোক পাওয়া যায়। টর্চের আলোয় পথের বাধা ডিঙানো গেলেও ভিতরের টলমলানো ভাব কি আর দূরীভূত হচ্ছে?

মাঝে মধ্যেই আকাশের গুরুগর্জন কানে আসে। সন্ধ্যায় বৃষ্টির বিরতি নামলেও ফের ঢলের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঊর্ধ্বে কালো মেঘের এলেবেলে চলাচলতি নজর করা যায়। রাতের আঁধার তেমন মিশেল পেয়ে যেমন হারায় দিক-নিশানা, তেমন না পায় কোনো কূল। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকে উঠলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নিজের মাঝে যেন কতেক উত্তর উদ্ভাসিত পায় মানুষটা।

ইনাই শিকদারের সংসারে তিন স্ত্রী বর্তমান। প্রথমা জয়তুন বিবির বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী মুরশিদা খানমের টইটম্বুর যৌবন। মাস ছয়েক আগে অল্প বয়সের চপলা কন্যা আঞ্জনি বেগমকে ছোট বউ করে পাওয়া হল তার। সেই থেকে স্ত্রীর শীতলতা সত্ত্বেও অধিকার ফলাবার মতো করে ওই নারীতে উপগত হওয়ার স্বামীর। সঙ্গমের বিষয়ে কিন্তু আঞ্জনি বেগম বরাবরই নিথর। মৃতের শীতলতাও পোহায় কিছুটা যেনবা। তবে ঠিক যে, এসব মুহূর্তে কোনো বাধ সাদে না ছোট বউ। হলেও এমন বয়স্ক পুরুষের আমোদে কেন সাড়া খুঁজে পাবে যৌবনবতী নারী?

বিদ্যুৎ চমকের আলোয় পুকুরের পাকা ঘাটলার মুখে অবস্থিত বাংলাঘরখানা ভেসে উঠে মিলায় অন্ধকারে। পর মুহূর্তে জানালা গলিয়ে ভিতরে হারিকেন জ্বলতে দেখা যায়। চলছে লজিং মাস্টার সুরুজ মিয়ার পরীক্ষা। তাই অনেক রাত জেগে পড়াশোনা করে চলা। এক্ষনে ইনাই শিকদার গলা বাড়িয়ে তাকে দু'-চার প্রশ্ন করলে পারে। তবে ছোট বউয়ের কারণে অপমান-জর্জরিত হয়েই তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসা। এহেন অবস্থায় মন কিংবা কণ্ঠস্বরের মাত্রা ঠিক হাতড়ে পাবার নয়। তাই মুখ ফেরায় ইনাই শিকদার। পুকুর ঘাটলা ডানে ফেলে সে পায়ে পায়ে উঠে যায় পুবের সড়কে। অধিক রাতে আচানক উপস্থিতিতে জয়তুন বিবি স্বামীকে নিশ্চয়ই সন্দেহের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবে। তাতে যেনতেন জবাব ছুঁড়ে দিলেও যেমন, না দিলেও বড় বউয়ের সাথে তেমন কোনো মান-অভিমান কিংবা সংঘাতের কিছু ঘটবে না।

আকাশে জোর মেঘ ডেকে উঠলে মাটির বুকেও সেঁধোয় সেই আওয়াজ। পাশে পাশে শুরু হয় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারে ঝুপঝাপ ঢল। পুরোপুরি ভিজে উঠবার আশঙ্কা থাকলেও মানুষটা দৌড়পায়ে এগুবার শক্তি পায় না। মনে পড়ে, ছোট বউয়ের নীরবতায় ইনাই শিকদার খুলেছিল ওর ব্লাউজের সবক'টি বোতাম। স্তনের বোঁটায় ঠোঁট ছুঁইয়ে ডান হাত সে নিয়ে যায় নাভি ছাপিয়ে যোনিতে। মুহূর্তেই বাধা উঠে এসেছিল। ওখানে জড়ানো আছে শক্ত কাপড়ের বাঁধন। আর সাথে সাথে আঞ্জনি বেগম বলেছিল, কি করমু, আমার হায়েজ যাইতাছে?

ছোট বউয়ের আলাপে স্বামীর ব্যর্থতা, অপমান এবং অক্ষমতার সব দায়ভার নিজেতে চরমে উঠেছিল। রাগে চূড়চূড় হয়ে ওকে পিষে মারবার মতো জিজ্ঞেস করলে হত, ওই ছিনাল মাগী, মাসিক যাইতাছে তো পইল্লা কইলেই পারতি? তাইলে আমারে কেন হুদাহুদি হজাগ করাইলি?

অবশ্য ভিতরে ভিতরে রাগ উঠলেও বাইরে বাইরে তার প্রকাশ ঘটে না। এদিকে পুরান বাড়ির পথে চলতে চলতে ইনাই শিকদার ভাবে, সংসারে জয়তুন বিবিকে তুলে আনলেও মর্যাদা বিশেষ দেওয়া হয়নি। স্বামীর বহুতর নির্যাতন, গঞ্জনা এবং খেয়ালখুশিতা সয়েছে এই নারী। দ্বিতীয়া মুরশিদা খানম কোনোদিন মা হবে না। শরীর পেতেই নিত্য রাতে ওই শয্যা ছিল তার। ইদানীং ছোটকে পেয়ে অন্য দু'বউয়ের সাথে যেটুকু যোগাযোগ তা ধর্মীয় বিধান মোতাবেক পালন করে চলেছে স্বামী। বাঁশহাটার হোমিও ডাক্তার সুবহান বিশ্বাস বলেছিল, স্বামীর লগে স্ত্রীর তিন মাস মিলন বাদ গেলে তা তালাকের পর্যায়ে যাইতে পারে।

ডাক্তারিতে সুবহান মিয়ার হাতযশ আছে। তবে বয়ানটুকু সে কোন কিতাবে পেয়েছে তা কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। বিষয়টার সত্যতা যা-ই থাকুক, ইনাই বিশ্বাস কিন্তু তিন মাস পুরো হবার আগভাগেই জয়তুন বিবি এবং মুরশিদা খানমের ঘরে দায়িত্ব পালনের মতো করে হাজিরা দিয়ে থাকে। আর বিছানায় ছোটবউয়ের শতেক ছলনা বুঝে উঠলেও কার্যত স্বামী ঠিক ঠিকই রাগ সামলে নেয়। কঠিন কোনো কথা শোনালে আঞ্জলি বেগম ঘরের দুয়ার আটকে ঘুমায় একাকী ঘরে। অবস্থা গতিকে তখন রাগ ঢালবার বদলে ইনাই শিকদার স্ত্রীকে বলেছিল, তাইলে তুমি ঘুমাও। যাই, আমি পুরান বাড়িতে রাইতটা পার কইরা আসি।

মিলন শেষে আঞ্জনি বেগম সাধারণত যেমনটা উল্টোমুখি হয়ে গুটিশুটি শোয়, স্বামীর উক্তিতে ও নিঃশব্দে তেমন ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু ইনাই শিকদারের উত্তেজনা প্রশমিত করার কি উপায়? কিছুদিন হয় মুরশিদা খানম আছে বাপের বাড়িতে। ওকে পেলে পাশের ঘরে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। তা নয় বিধায় জয়তুন বিবিকে শেষ অবলম্বন ভেবে ইনাই শিকদারকে দৌড়তে হল পুরান বাড়ির পথে।

বাতাস ওঠে বৃক্ষের ডালাপত্রে। ঝড়ের লক্ষণই তো চারদিকে। আকাশের মেঘ হঠাৎ করেই ছেড়ে দেয় ঝুপঝাপ বৃষ্টি। আধ ভেজা হয়ে ইনাই শিকদার পৌঁছে পশ্চিম ভিটায় অবস্থিত ঘরের বারান্দায়। ইতিমধ্যে নেমে আসা ধুম ঢলে রাতের অন্ধকার জড়ো করে চলে আন্ধারেরও অধিক কোনো ঘন কালো মন্থন। মাঝে থেমে দুয়ারের শিকল নাড়িয়ে দিতে দিতে মানুষটা ডেকে ওঠে, জয়তুন কি ঘুমাইতাছ?

বাতাস এবং বৃষ্টির লাগালাগিতে ইনাই শিকদারের কণ্ঠস্বর কিংবা শিকল নাড়ার শব্দ স্ত্রী কি শুনতে পেল কিছু? অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে দ্বিতীয়বারে দুয়ারে ধাক্কা দিতেই খিল খুলে সামনে দাঁড়ায় জয়তুন বিবি। স্বামীর এমন উপস্থিতিতে ও ঘোর সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করে, এত্ত রাইতে যে? মদ গিল্লা ঘরে ফিরনে আঞ্জনি বুঝি খেদানি দিছে?

বাঁশহাটায় কখনো কখনো হোমিও ডাক্তার সুবাহান বিশ্বাসের সঙ্গ নিতে গিয়ে মদ গিলে থাকে ইনাই শিকদার। সেসব সময়ে গন্ধ বুঝে ছোটবউ স্বামীকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিতেই অভ্যস্ত। আজ অবশ্য অন্য কারণে বিতাড়িত হওয়া তার। জয়তুনকে এসব শোনাতে বাধো বাধো ঠেকে। দরকারইবা কি? তাই জবাব দেয়, না, শুইছিলাম ওর লগেই। আবার ভাবলাম, বহুতদিন দেখা নাই তোমার লগে। তাই রাইতটা পুরান বাড়িতেই থাইকা যাইতে মন টাননে আমি উইঠা আসলাম।

টেবিলের ওপর রাখা হারিকেন। জয়তুন বিবি এগিয়ে সলতে চড়িয়ে দিলে ঘরময় আলো বেড়ে ওঠে। স্বামী বলে, রাইত কম হইল না। দুনিয়া ঘুমে। কি, এত্ত রাইতে তোমারে ডাক দিতেই যেমুন জাগনা পাইলাম?

হ, আমি হগলে দুয়ার আটকাইয়া বিছানায় গতর ছাড়ছিলাম। অমনেই তোমার গলা পাইয়া ধড়ফড়াইয়া উঠলাম।

ক্যান, ঘুমাইতে দেরি কিসের?

দেরি না গো, দেরি না। জানো তো, তোমার পোলায় একলা ঘরে বহুত রাইত হজাগ থাইকা পড়ালেখা করে। আমি তারে খাওয়াই-লওয়াই, তারপরে ঘুম পাড়াইয়া তবে হিথান লই।

ইনাই শিকদার উত্তর করে, হ, সুরুজ মিয়ার মুখে শুনি তো পোলার খবরাখবর। লজিং মাস্টারডারে পাইয়া হের লেখাপড়া ভালাই আগ্গাইতাছে। তোমার ঘরে আসতে সময়ে পেক-কাদা ভরাইলাম। পিন্দনের কাপড়ও ভিজলো মেঘে। ওই খেয়ালনি করছো তুমি?

জয়তুন বিবি হুঁশ ফিরে পাওয়ার মতো দৌড়ে গিয়ে আলনা থেকে লুঙ্গি-তোয়ালে এনে দেয় স্বামীকে। বলে, ঠিকই তো, ওমা, মাথা-গতর ঠিক মতো তো মোছ। ভাদ্র মাইসা মেঘের ফোঁড়া আবার ভালা কবে?

কাপড় বদলে স্ত্রীর এগিয়ে দেওয়া পানিতে বারান্দায় বসে হাত-পা ধুয়ে নেয় ইনাই শিকদার। তারপর বিছানায় উঠে গা ছাড়ে সে। ঝড়ের দাপট ক্রমে ক্রমে বেপরোয়া হচ্ছে। বৃষ্টিও তেমন ঝরে চলেছে সমান তালে। দুয়ার আটকে জয়তুন বিবি জিজ্ঞেস করে, কি, ভুখ লাগছে? কিছু খাইবা?

হেইসব আমার হইছে। খাওয়ানের হয় কাইল সকালে নাস্তা করাইও। অখন হারিকেনের সইলতাডা কমাইয়া শুইলে পারো। রাইত তো কম হয় নাই!